যায়যায়দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডে উদযাপন

■ যাযাদি ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'ইন্টারন্যাশনাল চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডে' উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে শুক্রবার আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট (আইএমএল) মিলনায়তনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট এবং শান্তা মারিয়াম-হংহে কনফুসিয়াস ক্লাসরুম-এর সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়াং হুই-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে চায়না দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর মি. লি শাওপেং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। আইএমএল-এর পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল স্বাগত বক্তব্য দেন। এতে চায়না ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শান্তা মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 'চায়না কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়' অংশ নেন। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে, সংগীত ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, বাংলাদেশ এবং চায়নার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। এই সম্পর্ক জোরদার করতে উভয় দেশের মধ্যে ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি আরও গতিশীল করতে হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং চায়নার শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে শুক্রবার আয়োজিত 'ইন্টারন্যাশনাল চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডে' অনুষ্ঠানে অতিথিরা -যাযাদি

The Daily Observer

Dhaka University Pro-VC (Administration) Prof Saima Haque Bidisha addressing at a cultural programme on Friday organized on the occasion of 'International Chinese Language Day' at the Institute of Modern Languages auditorium on DU campus.
PHOTO: OBSERVER

Int'l Chinese Language Day observed at DU

The 'International Chinese Language Day' was observed on the Dhaka University (DU) campus on Friday.

Marking the day, a cultural programme was held at the Institute of Modern Languages (IML) auditorium.

IML of DU arranged the programme with the assistance of Confucius Institute at North South University (NSU) and the Confucius Classroom of Shanto Mariam-Honghe.

Pro-VC (Administration) Prof Saima Haque Bidisha addressed the event as the chief guest with Director of the DU Confucius Institute Dr. Yang Hui in the chair.

On the occasion, Cultural Counsellor of the Chinese Embassy Li Shaopeng was present as special guest.

Director of IML Prof Mohammad Absar Kamal delivered the welcome speech.

Students presented music and an eye-catching cultural programme in the event. However, students who are studying at the Department of Chinese Language and Culture at the DU, NSU and Shanto Mariam University participated in a 'Chinese Poetry Recitation Competition'.

Prof Saima Haque Bidisha said, "There is a deep similarity between the two countries in various fields including education and culture. To strengthen this relationship, the exchange programme of language and culture between the two countries needs to be further accelerated."

She hoped that such events would further strengthen the inter-relationship between the students of Bangladesh and China.

—BSS

আমার দেশ

জুনের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন চান ৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী

রাফিউজ্জামান লাবীব

জরিপের ফলাফল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব তৈরির অন্যতম সিঁড়ি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। সেই ডাকসু নির্বাচন নিয়ে শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা বহুদিনের। ২০১৯ সালে দীর্ঘ ২৮ বছর পরে নির্বাচন হলেও এর ধারাবাহিকতা বজায় ছিল না। প্রায় অর্ধযুগ পেরিয়ে গেলেও ডাকসু নির্বাচন দিতে ব্যর্থ হয় তৎকালীন প্রশাসন। গত বছরের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে দেশের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেও পরিবর্তন আসে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ডাকসু নিয়ে ইতিবাচক রয়েছে ঘোষণা দিলেও নির্বাচন কবে নাগাদ অনুষ্ঠিত হবে সেটার দিন-ক্ষণ ঘোষণা করতে পারেনি।

তবে দায়িত্বে আসার পরে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে অনেক দূর কাজ হয়েছে বলে জানান প্রশাসনের সংশ্লিষ্টরা। ইতোমধ্যে নির্বাচনের টাইমলাইন ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী মে মাসের শুরুতে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ডাকসু গঠনতন্ত্র সংশোধন, নির্বাচনের আচরণবিধি সংশোধন ও ডাকসু নির্বাচনের পরামর্শদান- এই তিনটি কমিটি গঠন করে। কমিটিগুলো বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে বৈঠক করে।

এ ছাড়া গত ২৩ মার্চে ডাকসু নির্বাচন সফল করতে মতামত চেয়ে শিক্ষার্থীদের ড্যাশবোর্ডে 'ডাকসু পোল' নামে নতুন একটি মেন্যু দেওয়া হয়। এই কাজ করে ডাকসু

⏭ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

জুনের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন

⏭ শেষ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনের পরামর্শদান কমিটি। এতে অংশ নেন ৮১টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ১ হাজার ৭৪৩ জন শিক্ষার্থী। জরিপের এই ফলটি চলতি মাসের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জমা দেওয়া হয়।

জরিপের ফলে দেখা যায়, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এর পাশাপাশি মৌলিক কিছু বিষয়ের সংস্কারসহ নির্বাচনে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান, ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে আলাপ করে আগানো, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা এবং ভোট গ্রহণ ও গণনা ডিজিটাইজড করাসহ নানা পরামর্শ দেওয়া হয়।

জরিপের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, আগামী তিন মাস অর্থাৎ জুনের মধ্যে নির্বাচন চান ১ হাজার ৩০৭ জন শিক্ষার্থী, যার হার ৭৫ শতাংশ। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চান ১৬ শতাংশ শিক্ষার্থী। অন্যদিকে এক বছর পরে ৫ শতাংশ এবং এক বছরের আরও পরে চান ৪ শতাংশ শিক্ষার্থী।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সহিংসতামুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্ভব কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ১ হাজার ৭৪৩ জনের মধ্যে 'ব্যবস্থা নিলে সম্ভব' বলে মনে করেন ৭৫ শতাংশ। ছাত্রসংগঠনগুলো একমত হলে অংশগ্রহণ ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচন সম্ভব বলে জানান ১৯ শতাংশ। অন্যদিকে ৭৪ জন শিক্ষার্থী মতামত দেন বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি বাস্তবসম্মত নয়। আবার সহিংসতামুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিয়ে 'নিশ্চিত নয়' বলে মত দেয় ৩০ জন শিক্ষার্থী।

জরিপে নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রের প্রশ্নে কয়েকটি বাছাই করা একাডেমিক ভবনের (কার্জন হল, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, কলা ভবন) পরামর্শ দেন ৪৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট হল ও একাডেমিক ভবন- দুই জায়গাতেই ভোট গ্রহণের পক্ষে সায় দিয়েছেন ২৩ শতাংশ শিক্ষার্থী।

জরিপে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে বড় একটি অংশ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয় বলে জানিয়েছে। এর মধ্যে ৯৪ শতাংশ শিক্ষার্থী রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় বলে জানান। বাকি ৬ শতাংশ শিক্ষার্থী রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে জানান।

গত বছরের ডিসেম্বরে ডাকসু নিয়ে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ ছাড়া একই মাসে গঠনতন্ত্র সংস্কার করে এবং এটার চূড়ান্ত কপি ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে পাঠায়। তারও আগে এ নিয়ে ছয়টি সভা হয়। এ ছাড়া গত ১৫ জানুয়ারি ডাকসু নির্বাচনের 'কোড অব কন্ডাক্ট রিভিউ কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সাতটি সভা করে। ডাকসুর সংশোধিত গঠনতন্ত্র ও আচরণবিধি গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

জানতে চাইলে ডাকসু নির্বাচনের পরামর্শদান কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা আমার দেশকে বলেন, গঠনতন্ত্র ও আচরণবিধি অনুমোদন পেলেও সিন্ডিকেট কিছু পরামর্শ ও ভাষাগত পরিবর্তনের কথা বলেছে। শিক্ষার্থীদের থেকে নেওয়া জরিপটিতে বেশ কিছু পরামর্শ এসেছে, যা গুরুত্বপূর্ণ। আগামী মে মাসের শুরুতে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে আমরা কমিশনকে এসব পরামর্শ মানার আহ্বান জানাব। বাকিটা সেই কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে।

ডাকসু নির্বাচন ঠিক কবে নাগাদ অনুষ্ঠিত হবে এমন প্রশ্নে তিনি ড. বিদিশা বলেন, নির্বাচন কমিশন গঠনের আগে অনেকগুলো আইনি প্রক্রিয়া পার করতে হয়। সে সব ধাপ আমরা দ্রুত শেষ করতে চাই। এরপরে কমিশন গঠন হলে যতদ্রুত সম্ভব নির্বাচন দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটি নিয়ে প্রশাসন কাজ করছে।

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা প্রশাসনের জায়গা থেকে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। ইতোমধ্যে টাইমলাইন ঘোষণা করেছি। বিভিন্ন কমিটি কাজ করছে। শিক্ষার্থীরা সহযোগিতা করলে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্ভব। এ সময় সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে সবার সহযোগিতাও প্রত্যাশা করেন তিনি।